গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০১৯.০০৬.০৮.২১.৬৭ তারিখ: ২১-০৩-২০২৪ খ্রি.

বিষয়ঃ পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষে সদরঘাট, ঢাকা হতে দূরপাল্লাগামী লঞ্চ, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাজিরহাট, চাঁদপুর-শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ, ভোলা-লক্ষ্মীপুর এবং লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ফেরি সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টিমার, লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৩-০৩-২০২৪ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিবরণী।

২১.০৩.২০২৪

(মো: রফিকুল ইসলাম)
সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৮০৪
E-mail: ds.ta@mos.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

১। মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মহাপুলিশ পরিদর্শক, পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।
৪। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল।
৭। পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/খুলনা।
৮। অতিরিক্ত আইজিপি, নৌপুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পুলিশ প্লাজা কনকর্ড টাওয়ার, গুলশান-১, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ফেয়ারলী হাউজ, বাংলামোটর, ঢাকা।
১০। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১১। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা।
১২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৩। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
১৪। মহাপরিচালক, কোস্টগার্ড, ব্লক-ই, প্লট ১২/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
১৫। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬। ডিআইজি, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল রেঞ্জ।
১৭। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/চট্টগ্রাম/নারায়ণগঞ্জ/চাঁদপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/পটুয়াখালী /শরীয়তপুর/খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষ্মীপুর/পিরোজপুর।
১৮। পুলিশ সুপার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/ নারায়ণগঞ্জ/চাঁদপুর/মানিকগঞ্জ/মুন্সীগঞ্জ/পাবনা/রাজবাড়ী/মাদারীপুর/বরিশাল/ঝালকাঠি/ পটুয়াখালী/ শরীয়তপুর /খুলনা/ভোলা/বরগুনা/লক্ষ্মীপুর/পিরোজপুর।
১৯। পরিচালক, আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (আগামী ০৮-০৪-২০২৪ থেকে ১৫-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়কালের আবহাওয়ার পূর্বাভাস আগামী ০৭-০৪-২০২৪ তারিখের মধ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

২০। উপপুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), দক্ষিণ, ঢাকা।
২১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিজিএমইএ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিকেএমইএ, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২৩। সভাপতি, বাঅনৌচ (যাত্রী পরিবহন) সংস্থা, ১৪ পুরানা পল্টন, দারুস সালাম আর্কেড (৫ম তলা), ঢাকা।
২৪। সভাপতি, লঞ্চ মালিক সমিতি বাংলাদেশ, সদরঘাট টার্মিনাল ভবন, ঢাকা।
২৫। সভাপতি/মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতি, ২১ রাজউক এভিনিউ, বিআরটিসি ভবন, ৬ষ্ঠ তলা, মতিঝিল, ঢাকা।
২৬। চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ী, হাজী আহসান উল্লাহ কমপ্লেক্স, দারুস সালাম থানা, গাবতলী, মিরপুর, ঢাকা।
২৭। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, মসজিদ ম্যানসন (৪র্থ তলা), ঢাকা।
২৮। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ রিকন্ডিশন ভেহিক্যালস ইমপোর্টারস এন্ড এসোসিয়েশন (বারভিডা), আকরাম টাওয়ার/১১তলা বিজয় নগর, ঢাকা।
২৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান এজেন্সী মালিক সমিতি, তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল, ব্যাংক বিল্ডিং, ঢাকা।
৩০। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩১। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আন্তঃজেলা ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, তেজগাঁও,ঢাকা।
৩২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন, ৩১/৩২ পিকে রায় রোড, বাবু বাজার, বাংলা বাজার, ঢাকা।
৩৩। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩৪। সভাপতি, বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক ফেডারেশন, ১৯ নং করিমী মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ।
৩৫। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি, ঢাকা।
৩৬। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ নৌপরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, জালকুড়ি বাস স্ট্যান্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
৩৭। সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিন এন্ড বাল্কহেড বোট ওনার্স এসোসিয়েশন, ১২ আর কে মিশন রোড, ঢাকা।
৩৮। সভাপতি, বাংলাদেশ বাল্কহেড নৌযান মালিক সমিতি, হোটেল সিলভার ইন, মতিঝিল, ঢাকা।
৩৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কার্গো ট্রলার বাল্কহেড শ্রমিক ইউনিয়ন, জালকুড়ি বাস স্ট্যান্ড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঃ</u>

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। প্রোগ্রামার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-১) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৬। যুগ্মসচিব (টিএ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিএ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়: পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০২৪ উপলক্ষে সদরঘাট, ঢাকা হতে দূরপাল্লাগামী লঞ্চ, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া-কাজিরহাট, শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি, চাঁদপুর-শরীয়তপুর, নারায়ণগঞ্জ-মুন্সীগঞ্জ, ভোলা-লক্ষ্মীপুর এবং লাহারহাট-ভেদুরিয়া রুটে ফেরি সার্ভিস ও দেশের বিভিন্ন নৌপথে স্টিমার, লঞ্চসহ জলযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি
প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ : ১৩-০৩-২০২৪ খ্রি.।
সময় : বেলা ০২:০০ ঘটিকা।
স্থান : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় সশরীরে উপস্থিত এবং ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক' দ্রষ্টব্য।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৪ উপলক্ষ্যে ঘরমুখো এবং ফিরতি পথে যাত্রীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থা কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ সভায় এতদ্‌বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বিধায় সকলকে বাস্তব বিবেচনা করে বক্তব্য রাখার জন্য তিনি অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি সভা পরিচালনা করার জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিবকে অনুরোধ করেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণায়ের সিনিয়র সচিব বলেন, আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৪ উপলক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রীবাহী নৌযানসমূহ সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ যথাযথ কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আজকের সভা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি এ পর্যায়ে সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (টিএ)-কে অনুরোধ করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (টিএ) জনাব এস. এম. মোস্তফা কামাল সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত কার্যপত্রের উপর আলোচনা আহবান করা হলে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নরূপভাবে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনাঃ

২.১ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থার সভাপতি জনাব মাহবুব উদ্দিন আহমদ (বীরবিক্রম) বলেন, পুলিশিং কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়াও বলেন, ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে সদরঘাট টার্মিনাল পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ি বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থানের কারণে যাত্রী সাধারণকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়। এ সময় মহিলা, শিশু এবং অসুস্থ্য যাত্রী সাধারণ সদরঘাট টার্মিনালে যেতে এবং টার্মিনাল হতে বাহির হয়ে গন্তব্যে যেতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। তাদের দুর্ভোগ/ভোগান্তি দূর করার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, যাত্রীদের আসা-যাওয়া নিরাপদ করতে বিশেষ করে রাতের বেলা বাসগুলোকে সারিবদ্ধভাবে রাখার ব্যবস্থা করলে যাত্রীদের ভোগান্তি কিছুটা লাঘব হবে। তিনি আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৪ উপলক্ষ্যে যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল এবং আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে অদ্যকার সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে সভায় আশ্বস্ত করেন।

২.২ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল (যাপ) সংস্থার সিনিয়র সহসভাপতি জনাব মোঃ বদিউজ্জামান বাদল বলেন, যাত্রীরা সদরঘাট টার্মিনালে যাতায়াতের জন্য রাস্তায় যাতে কোন বাধার সম্মুখীন না হয়। বর্তমানে টার্মিনালগুলোতে যাত্রীরা জুয়ারীদের দ্বারা সর্বস্বান্ত হওয়ার মতো ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে এ বিষয়ে তদারকির জন্য অনুরোধ করেছেন।

২.৩ জনাব মোঃ শাহ আলম, সভাপতি, নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন বলেন, ঈদে ঘরমুখী/ফেরত যাত্রীদের নিরাপদে তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন।

২.৪ পুলিশ সুপার, মানিকগঞ্জ বলেন, লঞ্চের কিশোর গ্যাং সমস্যা সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৫ পুলিশ সুপার, মুন্সিগঞ্জ বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে সভার সকল সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৬ সহকারী পুলিশ সুপার, বরিশাল বলেন, নির্দেশনা অনুযায়ী ঈদে যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঈদে যাত্রীদের জন্য একটি কন্ট্রোলরুম খোলা হবে। লঞ্চগুলো যাতে অতিরিক্ত যাত্রীপরিবহন থেকে বিরত থাকে সে মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৭ জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ বলেন, লঞ্চের মধ্যে যাত্রীরা কিশোরগ্যাং এর মাধ্যমে চুরি ও ডাকাতির শিকার হচ্ছেন। তিনি যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কিশোরগ্যাং দমনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

২.৮ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম জনাব আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান, বলেন, পুলিশ সুপার, নৌপুলিশ, বিআইডব্লিউটিএ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে যাত্রীদের নিরাপদে তাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছানোর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন।

২.৯ জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর জনাব কামরুল হাসান, বলেন, ইচুঁলী ঘাটে মাত্র ০১টি লঞ্চ চলাচল করে। ঈদে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে আরও কয়েকটি ছোট লঞ্চের অনুমোদন দিলে যাত্রীদের ভোগান্তি কিছুটা লাঘব হবে।

২.১০ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উপ-সচিব জনাব সালমা আক্তার সুফী বলেন, সদরঘাট টার্মিনাল অভিমুখী রাস্তার অবৈধদখল মুক্ত এবং যানবাহন সুষ্ঠভাবে চলার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়াও তিনি ঈদে মহিলা ও শিশু লঞ্চ যাত্রীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সঠিক বাস্তবায়ন এবং অধিকতর উন্নত সেবা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

২.১১ বিআইডব্লিউটিসি'র চেয়ারম্যান ড. এ. কে. এম মতিউর রহমান বলেন, আসন্ন ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষ্যে আরিচা ও পাটুরিয়ার ফেরির সংখ্যা বাড়ানো হবে। ঈদের পূর্বে চিলমারী-রৌমারী নৌপথে ফেরি চলাচল শুরু হবে। ফেরি নিরাপদভাবে চলাচল তদারকির জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি ফেরির ইঞ্জিন কক্ষ এবং মাষ্টারব্রীজ কক্ষে সি.সি টিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

২.১২ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর মো: নিজামুল হক বলেন, লঞ্চ এর কেবিনে কোন ধূমপান না করা; ধূমপানের জন্য আলাদা রুম করা এবং নৌযানে অতিরিক্ত যাত্রী বহন না করার জন্য অনুরোধ করেন।

২.১৩ বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা বলেন, আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৪ উপলক্ষ্যে বিগত ঈদের ন্যায় এ বছরও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক যাত্রী সুবিধাদি বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত এবং আজকের সভার সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে তিনি সভাকে আশ্বস্ত করেন।

২.১৪ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: মোস্তফা কামাল বলেন, আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে যাত্রীবাহী সকল লঞ্চের কর্মাচারীদের অগ্নিনির্বাপন কৌশলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক লঞ্চে অগ্নিনির্বাপক সামগ্রির ব্যবস্থা থাকতে হবে। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডের কুমিরা টার্মিনাল জেটি ঘাটটি সি.সি টিভি ক্যামেরার আওতায় আনা প্রয়োজন। জরুরি প্রয়োজনে এবং সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বিআইডব্লিটিএ'র হট লাইন নম্বর: ১৬১১৩ এর সাথে জাতীয় হেল্পলাইন নম্বর ৯৯৯ কে সংযুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও যাত্রীদের ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার সর্তকর্তা সংকেত এর বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করার জন্য বিআইডব্লিউটিএ-কে বলেন যা লিফলেট ও তথ্য-চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে।

২.১৫ সভাপতি এ পর্যায়ে তার বক্তব্যে বলেন, অদ্যকার ঈদ প্রস্তুতি সভায় আগামী ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৪ উপলক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে বিস্তাতিরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নৌপথ নিরাপদ ও যাত্রী বান্ধব হওয়ায় এখনো যাত্রী সাধারণের প্রথম পছন্দ হচ্ছে নৌপথ। আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে যাত্রী সাধারণের যাতায়াত নিরাপদ করার লক্ষ্যে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তিনি আরো বলেন, সদরঘাট গামী সকল রাস্তা যানজটমুক্ত রাখা, ঈদের ৩দিন আগে ও পরে ফেরিতে নিত্য প্রয়োজনীয় ও পঁচনশীল খাদ্য পণ্যবাহী যানবাহন ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানের চলাচল বন্ধ রাখা, গার্মেন্টসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পর্যায়ক্রমে ছুটির ব্যবস্থা করা, সদরঘাটে ট্রলার চলাচল বন্ধ রাখা, ফেরিঘাট ও বিভিন্ন নদী বন্দরে মানসম্মত টয়লেট সুবিধা প্রদান, আরিচা-কাজিরহাট, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, হরিণা-আলুবাজার, ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট ও সন্দ্বীপ-গুপ্তছড়া ফেরিঘাটে ফেরি/সী-ট্রাকের সংখ্যা বাড়ানো এবং কালবৈশাখী মৌসুম হওয়ায় আবহাওয়া সংকেত অনুযায়ী নৌযান পরিচালনা করার জন্য দপ্তর/ সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বলেন, সকলের সম্মলিত প্রচেষ্টায় নৌপথ নিরাপদ রাখতে হবে। আজকের সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সকলেই আন্তরিক হলে আগামী ঈদ যাত্রা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৩.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
ক) যাত্রী সেবা নিশ্চিতকরণ	১) সদরঘাটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও যাত্রীদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি আনসারসহ কমিউনিটি পুলিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ (যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি।
	২) সদরঘাট থেকে বাহাদুরশাহ পার্ক পর্যন্ত রাস্তা যানজটমুক্ত এবং সদরঘাট টার্মিনাল ও লঞ্চসমূহ হকারমুক্ত রাখতে হবে। ঈদের পরে ফিরতি যাত্রীদের চলাচল নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে সদরঘাট টার্মিনালের সম্মুখস্থ রাস্তা হতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে মধ্যরাতের পর থেকে মিনিবাস, লেগুনা, অটোরিক্সা ও টেম্পোসমূহ যাতে এলোমোলোভাবে অবস্থান না করে তার জন্য নির্ধারিত স্ট্যান্ডে পার্কিং নিশ্চিত করতে হবে;	ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন
	৩)ঈদের সময় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে বিধায় এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসসমূহকে ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় মেইন রোডের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পার্কিং করার ব্যবস্থা নিতে হবে;	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ
	৪) নৌপথে চলাচলকারী যাত্রী সাধারণ যে কোনো জরুরী প্রয়োজনে ও সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে ৯৯৯ সহ বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরঃ ১৬১১৩-তে যোগাযোগ করবেন। ৯৯৯ সহ বিআইডব্লিউটিএ'র হট লাইন নম্বরটি সর্বসাধারণকে অবহিত করার জন্য ব্যাপক প্রচার করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	৫) অভ্যন্তরীণ সকল নদী বন্দরে বর্তমান ব্যবস্থাপনায় পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, যাত্রীদের নিরাপত্তা, মোবাইল চার্জিং, ব্রেষ্ট ফিডিং এর ব্যবস্থাসহ শিশু, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের চলাচল/পারাপারে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও সেবা অধিকতর উন্নত করতে হবে। ফেরীঘাটে অপেক্ষমান বাস,ট্রাক অন্যান্য পরিবহন শ্রমিকও যাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামাগার ও টয়লেটের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ/সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার
	৬)সদরঘাটে ও লঞ্চসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক ডাস্টবিন স্থাপন, জনগণকে ডাস্টবিন ব্যতীত নদীতে কিংবা পন্টুন/গ্যাংওয়েতে ময়লা আবর্জনা ফেলতে নিরুৎসাহিত করতে মাইকিং,লিফলেট ও পোস্টারিং করতে হবে। তাছাড়া সকল ঘাটে ইজারাদারের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা চালু করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি
	৭)টার্মিনালসমূহে সতর্কতামূলক বাণী ও নৌবিজ্ঞপ্তি মাইকে প্রচার, ডিসপ্লে, মনিটরে প্রদর্শন এবং লঞ্চে টেলিভিশন মনিটরে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতি
	৮) সকল নদী বন্দরের টার্মিনাল এবং ঘাট/পয়েন্টে সকল প্রকার যাত্রী হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপুলিশ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন এবংজেলা পুলিশ
	৯)লঞ্চে যাত্রী ওঠার সময় থেকে নির্ধারিত পোষাক পরিধান পূর্বক লঞ্চের মাস্টার, ড্রাইভার ও অন্যান্য কর্মচারীদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি
	১০)লঞ্চের অনুমোদিত ভাড়ার চেয়ে বেশি বা কম ভাড়া আদায় করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বেশি বা কম ভাড়া আদায় করা হলে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ মালিক/চালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপুলিশ ও কোষ্টগার্ড
	১১) ঈদের আগে ৫(পাঁচ) দিন সদরঘাট হয়ে নির্গমনকারী সকল যাত্রীবাহী নৌযানে মালামাল পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ এবং ঈদের পরে৫(পাঁচ)দিন অন্যান্য নদী বন্দর হতে সদরঘাটে আগমনকারী সকল যাত্রীবাহী নৌযানে মালামাল পরিবহন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি
	১২)ঈদের আগে ও পরে লঞ্চের মাধ্যমে মটর সাইকেল পরিবহণ করতে পারবে। ঈদ-উল-আযহা, ২০২৩ এর ন্যায় নিম্নোক্তভাবে মটর সাইকেল পারাপার এবং ভাড়া আদায় করতে হবে:-	বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক সমিতি এবং

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	(ক) ১২০ ফুট দৈর্ঘ্যের প্রতিটি লঞ্চে সর্বোচ্চ ২টি, ১২০ ফুট হতে ২০০ ফুট পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের প্রতিটি লঞ্চে সর্বোচ্চ ৪ টি এবং ২০১ ফুট হতে ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্যের প্রতিটি লঞ্চে সর্বোচ্চ ৬টি মটর সাইকেল পারাপার করতে পারবে; খ)মটর সাইকেলের ওজন এবং আকৃতি বিবেচনা করে ঢাকা হতে চাঁদপুর পর্যন্ত প্রতিটি মটর সাইকেল বহনের জন্য ৩০০/- টাকা এবং ঢাকা হতে চাঁদপুরের ডাউনে প্রতিটি মটর সাইকেল বহনের জন্য ৫০০/- টাকা হারে ভাড়া আদায় করতে পারবে;	বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা
	১৩) চাঁদপুর নদী বন্দরের জন্য নতুন টার্মিনাল নির্মাণ কার্যক্রম চলমান থাকায় চাঁদপুর টার্মিনালে যাত্রী চাপ কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা-চাঁদপুর ইচুলি নৌপথে আরো কয়েকটি লঞ্চ চলাচলের জন্য চাঁদপুরের জেলা প্রশাসনের চাহিদা থাকায় বাআনৌচ (যাপ) সংস্থা এবং লঞ্চ মালিক সমিতি কর্তৃক লঞ্চের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আগ্রহী লঞ্চ মালিক উক্ত নৌপথে লঞ্চ পরিচালনার জন্য আবেদন করলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক বিবেচনা করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাআনৌচ (যাপ) এবং লঞ্চ মালিক সমিতি
	১৪) যাত্রী সাধারণ নিজেদের মালামাল নিজেরা বহন করলে তাদের নিকট হতে ইজারাদার কর্তৃক অর্থ আদায় যাতে না করা হয় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ ও নৌপুলিশ
খ) যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ	১) রাতের বেলায় স্পীডবোট চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা এবং দিনের বেলায় স্পীডবোট চলাচলের সময় যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরিধানের বিষয়টি কঠোরভাবে তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও নৌপুলিশ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ এবং সংশ্লিষ্ট সমিতি
	২) ঢাকা নদী বন্দরে নির্মিত ওয়াচ টাওয়ার হতে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য রোস্টারের মাধ্যমে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;	বাআনৌচ(যাপ)সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি, নৌ পুলিশ ও বিআইডব্লিউটিএ
	৩) রাতের বেলায় সকল প্রকার বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখার বিষয়টি কঠোরভাবে তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া আগামী ০৬/০৪/২০২৪ হতে ১৬/০৪/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত দিন রাত সার্বক্ষণিক সকল বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে হবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও নৌ পুলিশ, সংশ্লিষ্ট সমিতি।
	৪) নৌপথে ডাকাতি, চাঁদাবাজি এবং শ্রমিক ও যাত্রীদের হয়রানি ও ভীতিমূলক অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য রাতে পুলিশের টহল এর ব্যবস্থা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ, নৌ পুলিশ ও কোষ্টগার্ড
	৫) প্রত্যেক ঘাট এলাকায় যাত্রীদের জানমাল নিরাপত্তার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের (জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌপুলিশ ও কোষ্টগার্ড) সমন্বয়ে ভিজিলেন্স টীম গঠন করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, নৌ-পুলিশ ও কোষ্টগার্ড
	৬) নদীতে এলোমেলোভাবে ট্যাংকার, লঞ্চ, কোষ্টার, বার্জ ইত্যাদি নৌযান বার্দিং এবং চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, নৌ-পুলিশ, কোষ্ট গার্ড।
	৭) কোন ক্রমেই লঞ্চের যাত্রী ও মালামাল ওভারলোড করা যাবে না;	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাআনৌচ(যাপ)সংস্থা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ ও নৌ পুলিশ।
	৮) প্রত্যেক লঞ্চে প্রশস্ত সিঁড়ি এবং সিঁড়ির দুই পাশে মজবুত রেলিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। লঞ্চের মুরিং কাজে ব্যবহৃত পুরাতন/জরাজীর্ণ আলাদ (Rope) পরিবর্তন করে নতুন/মজবুত আলাদ সংযোজন করতে হবে। এতদ্‌বিষয়ে বার বার নির্দেশনা প্রদান করার পরও কয়েকটি লঞ্চে প্রশস্ত সিঁড়ি, সিঁড়ির দুই পাশে মজবুত রেলিং নতুন/মজবুত আলাদ সংযোজন/ব্যবস্থা করা হয় নাই। তাই এ বিষয়ে কঠোর তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত অমান্যকারী সংশ্লিষ্ট লঞ্চের রুট পারমিট ও সূচী স্থগিত/বাতিল এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, লঞ্চ মালিক সমিতি, বাআনৌচ(যাপ) সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	করাসহ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	
	৯) নদীর মাঝপথ থেকে নৌকা দিয়ে লঞ্চে/নৌযানে যাত্রী উঠানো যাবে না। নদীর মাঝপথ থেকে নৌকা দিয়ে লঞ্চে/নৌযানে যাতে যাত্রী উঠতে না পারে তার জন্য নৌপুলিশ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক সার্বক্ষণিক টহল দিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নদীর মাঝপথে নৌকাযোগে যাত্রী উঠালে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ মালিক/চালকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	নৌপরিবহন অধিদপ্তর, বিআইডব্লিউটিএ, নৌ পুলিশ, কোষ্ট গার্ড, লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা।
	১০) ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাট হতে ফতুল্লা পর্যন্ত নৌপথে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক নির্ধারিত গতিসীমা (Speed Limit) অনুযায়ী এবং অন্যান্য নৌপথে নিরাপদ গতিতে নৌযান পরিচালনা করতে হবে। তাছাড়া যাত্রী সাধারণ ও নৌযানের নিরাপত্তার স্বার্থে নৌপথ/পথিমধ্যে লক্ষসমূহের অসম প্রতিযোগিতা সংঘর্ষ পরিহার করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি ও বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা
	১১) লঞ্চের যাত্রীদের জাতীয় পরিচয় পত্র(এনআইডি) এর কপি সংগ্রহ করে টিকেট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	লঞ্চ মালিক সমিতি,বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা
	১২) আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর, ২০২৪ কালবৈশাখী মৌসুমে বিধায় আবহাওয়া সংকেত অনুসরণ পূর্বক অধিকতর সতর্কতার সাথে নৌযান পরিচালনা করতে হবে এবং এই বিষয়টি কঠোর তদারকির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং ঘূর্ণিঝড় ও আবহাওয়ার সতর্কতা সংকেত (সমুদ্র সতর্কতা সংকেত ও নদী সতর্কতা সংকেত এর পার্থক্য) এর বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা যা লিফলেট ও তথ্য-চিত্রের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ) সংস্থা ও আবহাওয়া অধিদপ্তর
	১৩) সদরঘাট টার্মিনালে স্থাপিত কর্তৃপক্ষের হটলাইন নম্বরের কলসেন্টারে ২৪ ঘন্টা ঢাকা নদী বন্দরের নৌনিট্রা ও বন্দর বিভাগের একজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে আবহাওয়া সংকেত সংগ্রহ এবং প্রচারের লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	১৪) নৌপথে যে কোন অনাকাঙ্খিত দুর্ঘটনায় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও উদ্ধার কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উদ্ধারকারী জলযান প্রস্তুত রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	১৫) লঞ্চে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে ঢাকা নদী বন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর এলাকায় দ্রুত অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে সর্বদা তৎপর প্রস্তুত থাকতে হবে এবং প্রয়োজনে সকল স্থানে ভাসমান নৌ ফায়ার স্টেশন স্থাপন করতে হবে;	ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	১৬) যাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে কিশোরগ্যাং দমনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
	১৭) লঞ্চে যাত্রী সাধারণের ধূমপান করার জন্য আলাদা জায়গা নির্ধারণ করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই কেবিনসহ যত্রতত্র ধূমপান করতে না পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক নদী বন্দর, টার্মিনাল ও ঘাট/পয়েন্ট হতে মাইকের মাধ্যমে সতর্কতামূলক ঘোষণা প্রচার করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা,লঞ্চ মালিক সমিতি, নৌ পুলিশ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর
	১৮) লঞ্চে অগ্নিকান্ড যাতে না ঘটে সে লক্ষ্যে সতর্কতামূলক ঘোষণা প্রত্যেক নদী বন্দরের টার্মিনাল এবং ঘাট/পয়েন্ট হতে মাইকের মাধ্যমে প্রচার করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ,বাঅনৌচ (যাপ)সংস্থা, লঞ্চ মালিক সমিতি, নৌ পুলিশ ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর
	১৯) কুমিরা ও গুপ্তছড়া টার্মিনালে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	২০) ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাটসহ অন্যান্য নদী বন্দরের টার্মিনাল, ঘাট/পয়েন্ট এবং লঞ্চে জুয়া খেলা বন্ধ করতে হবে;	নৌপুলিশ

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	২১) অভ্যন্তরীণ নৌপথে ফিটনেসবিহীন নৌযান ও ফেরি চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, নৌপুলিশ, বিআইডব্লিউটিসি,
	২২) যাত্রী সাধারণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে প্রতিটি নদী বন্দর/টার্মিনাল/ঘাট পয়েন্টের গেইট জেটি ও পন্টুন ভিত্তিক আনসার, কমিউনিটি পুলিশ, নৌপুলিশ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যদের সমন্বয়ে আলাদা আলাদা ভাবে রোস্টার ডিউটির ব্যবস্থা করতে হবে।	নৌ পুলিশ, জেলা পুলিশ ও মেট্রোপলিটন পুলিশ
গ) নৌরুট ব্যবস্থাপনা	১) ঈদের পূর্বে ০৩ দিন ও ঈদের পরে ০৩ দিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী,খাদ্য দ্রব্য,পচনশীল দ্রব্য,গার্মেন্টস সামগ্রী, ঔষধ,সার বহনকারী ট্রাক এবং জ্বালানী বহনকারী যানবাহন সমূহ ব্যতীত সাধারণ ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান ও লরি ফেরিতে পারাপার বন্ধ রাখতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি
	২) লঞ্চের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌপথে সকল মাছ ধরার জাল পাতা বন্ধ রাখতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার, নৌ পুলিশ, কোষ্টগার্ড
	৩) পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট, ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট, লাহারহাট-ভেদুরিয়া, হরিনা-আলুবাজার এবং বালাসী-বাহাদুরাবাদ ঘাটসহ অন্যান্য সকল নৌ চ্যানেল সার্বক্ষণিক সচল রাখার লক্ষ্যে ঘাট/পয়েন্ট উন্নয়ন ও সংরক্ষণ, ফেরি পন্টুন স্থাপন, নাব্যতা সংরক্ষণের নিমিত্তে খনন কার্যক্রম, মার্কা স্থাপন, পার্কিং ইয়ার্ড প্রস্তুত রাখা এবং নাব্যতা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার, এক্সাভেটর নিয়োজিত রাখতে হবে। লঞ্চ ঘাট থেকে দেশের অভ্যন্তরে যাত্রীদের যাতায়াত সহজ ও নির্বিঘ্ন করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, বিআরটিএ এবং বাস মালিক সমিতি।
	৪) ফেরিঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিয়ে ঘাটে নির্বিঘ্ন সিরিয়াল প্রদানের ব্যবস্থা করবে।	বিআইডব্লিউটিসি, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ
ঘ) নৌযান বৃদ্ধি/ পুর্নবিন্যাস	১) ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট রুটে নৌযানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি
	২)পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া,আরিচা-কাজিরহাট,ইলিশা-মজুচৌধুরীরহাট,হরিণাঘাট-আলুবাজার রুটে ৮টি ফেরীঘাটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেকার রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিসি
	৩) চাঁদপুর-বরিশাল রুটে বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও লঞ্চ মালিক সমিতির ৬টি লঞ্চ ও বিআইডব্লিউটিসির ২টি স্টীমার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি
ঙ) কো-অর্ডিনেশন	১) বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার, লঞ্চ মালিক, নৌপুলিশ, কোস্টগার্ড, নৌযান শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি এবং নৌযান, নৌপথ ও পরিবহনের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সকলের সমন্বয়ে সভা করে উন্নত ঈদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার,
	২) আসন্ন ঈদ-উল-ফিতর২০২৪ উপলক্ষে অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রি সাধারণের সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে যাতায়াতের নিমিত্ত ঢাকা ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় গার্মেন্টস ও নিটওয়ার সেক্টরে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এলকাভিত্তিক/পর্যায়ক্রমে ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ
	৩) সার্বিক অবস্থা মনিটরিং এর জন্য নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিলেন্স টিম গঠন করবে এবং ভিজিলেন্স টিমের তথ্যাদি কর্মকর্তাদের মোবাইল নম্বরসহ ওয়েব সাইটে আপলোড করতে হবে ;	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
	৪) ফেরিঘাট এবং লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাটসমূহে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ও অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার

আলোচ্য বিষয়	প্রস্তাবসমূহ	বাস্তবায়নকারী
	৫) চট্টগ্রামের সদরঘাট হতে হাতিয়া, সন্দ্বীপ ও ভোলা ইত্যাদি স্থানে গমণাগমনের লঞ্চ/জাহাজের যাত্রীদের নিরাপত্তা, বিশ্রাম, টয়লেট সুবিধাদি ইত্যাদি সেবা প্রদানে বিআইডব্লিউটিসির নেতৃত্বে চট্টগ্রামে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ'র আঞ্চলিক অফিস এই কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি
চ) বিবিধ	১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিদ্ধান্ত (নৌ-যাত্রা): ক) লঞ্চ টার্মিনালে সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখতে হবে। খ) ঈদ যাত্রাকালীন নদীতে বাল্ক হেডের চলাচল সীমিত/বন্ধ রাখতে হবে। গ) দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহনসমূহ ঢাকা হয়ে উত্তরাঞ্চলে যাওয়ার সুবিধার্থে চাঁদপুর-শরীয়তপুর ফেরিঘাটে পর্যাপ্ত ফেরির ব্যবস্থা রাখতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি ও নৌপরিবহন অধিদপ্তর
	২) সকল ফেরী ঘাটে ফেরীর ডাস্টবিন ডিসচার্জ করার ব্যবস্থা করতে হবে;	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ
	৩) দুর্ঘটনায় ডুবে যাওয়া নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের অবস্থান যাতে সনাক্ত করা যায় সেজন্য প্রত্যেক নৌযান/লঞ্চ/জাহাজের ছাদের সাথে ২০০/৩০০ ফুট শক্ত রশি দিয়ে বড় প্লাস্টিক কন্টেইনার/বয়া বেঁধে রাখতে হবে।	লঞ্চ মালিক সমিতি, বাঅনৌচ(যাপ)সংস্থা ও বিআইডব্লিউটিএ
	৪) নৌদুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে চাঁদপুরের মেঘনা, ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় ঘুর্ণাবর্ত এলাকা মার্কিং করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ
	৫) সকল নদী বন্দরের টার্মিনাল ও ঘাট/পয়েন্ট এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং পর্যাপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের/আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, বিআইডব্লিউটিসি, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক।

৪.০ পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ঘরমুখো ও কর্মস্থলে ফিরতি যাত্রীদের নিরাপদ ভ্রমণ নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে সকলকে ঈদ-উল-ফিতরের অগ্রিম শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০.০৩.২৫

(খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়